ইসলামে প্রবীণদের নিরাপত্তা: একটি পর্যালোচনা

Muhammad Atiqur Rahman

সারসংক্ষেপ

মানুষের জীবনকাল শৈশব, কৈশোর, যৌবন, পৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য এ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। এগুলোর মধ্যে বার্ধক্য হচ্ছে সবচেয়ে নাজুক, স্পর্শকাতর অবস্থা এবং স্বাভাবিক পরিণতি। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাওয়ায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হতে প্রবীণ জনসংখ্যার বৃদ্ধি হার তুলনামূলকভাবে বেশী। বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সামাজিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক নানা পরিবর্তনের কারণে যৌথ পরিবারে ভাঙন দেখা দিয়েছে। ফলে অধিকাংশ প্রবীণ জনগোষ্ঠী কতগুলো মৌলিক মানবিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এসবের মধ্যে রয়েছে বার্ধক্যজনিত রোগ, যথোপযুক্ত চিকিৎসা সেবার অভাব, একাকিত্ব ও অবহেলা, বঞ্চনা এবং আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা। আধুনিককালে বিভিন্ন দেশে প্রবীণদের অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তা নানাভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অথচ ইসলাম আজ থেকে দেড় হাজার পূর্বেই প্রবীণদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান-মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান করে মানবসমাজে প্রবীণদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

ভূমিকা: মানবজীবন পরিক্রমার সর্বশেষ, অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক পর্যায় হলো বার্ধক্য। জন্মের পর থেকেই ধাপে-ধাপে মানুষ কাটিয়ে দেয় তার শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনকাল। এরপর এ জীবন-প্রক্রিয়ার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বার্ধক্য দ্বারে এসে কড়া নাড়ে। ব্যতিক্রম শুধু যারা পরিণত বয়স হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করে। বার্ধক্য জীবনে একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার মতে, কোন অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ থেকে ১২ ভাগ প্রবীণ হলে ওই জনসংখ্যাকে বার্ধক্য জনসংখ্যা ধরা হয়। বিগত শতকের শুরু থেকে পৃথিবীর দেশে দেশে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও আধুনিক জীবনযাত্রার উত্তরণ এবং একান্নবর্তী পরিবারভিত্তিক সমাজব্যবস্থার ক্ষয়ের ফলে প্রবীণ জনগোষ্ঠী আরো বেশি একাকী ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে। ইসলাম সকল মানুষের জীবন, সম্মান ও সম্পদের নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন, সর্বোপরি সুষ্ঠু পরিবেশের মাঝে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ ও নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করেছে। ইসলাম প্রবীণের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে সুখ-শান্তি, সাম্য, সহমর্মিতা, ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে।

প্রবীণদের পরিচয়

প্রবীণ বলা হয় যারা বৃদ্ধ, যথেষ্ট বয়স্ক (হক,২০১৪, পৃ.৭৮৭)। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ elderly, old, aged (Ali, 2014. Pa, 466). আর প্রবীণ শব্দের আরবি প্রতিশব্দ (شَيْخٌ)শায়খ (আযহারী، ১৯৯৩, পৃ. ৪৪১)। আল-কুরআনে প্রবীণ বা বৃদ্ধ অবস্থা বোঝানোর জন্য বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তন্মধ্যে 'শায়খ' (شَيْخٌ), 'শায়ব' (شَيْبً) ও 'আরজালিল উমুর' (أَرْذَلِ الْعُمُر) উল্লেখযোগ্য, (আল-কুরআন, ১১:৭২, ১২:৭৮, ২৮:২, ৪০:৬৭, ১৯:৪, ৩০:৫৪, ৭৩:১৭, ১৬:৭০, ২২:৫)। আল-কুরআনে এ সকল শব্দ দ্বারা এমন বয়স বুঝানো হয়েছে যে, "যা বার্ধক্যের সর্বশেষ স্তর, যখন মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। ফলে তার জ্ঞাত বিষয়গুলো বিস্মৃত হয়ে যায়"। (সম্পাদনা পরিষদ,২০১৫, পৃ. ১৮৩)। "বার্ধক্য মানুষের একটা স্বাভাবিক পরিণতি। তবে শারীরিক, মানসিক, আচরণগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক বিবেচনায় জরা বিজ্ঞানীরা মূলত বয়সের মাপকাঠিতে বার্ধক্যেকে চিহ্নিত করেছেন। বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশসমূহে ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বছর বয়সী ব্যক্তিদের প্রবীণ হিসেবে বিবেচনা করা হলেও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশে ৬০ (ষাট) বছর এবং তদূর্ধ্ব বয়সী ব্যক্তিদেরকে প্রবীণ বলে অভিহিত করা হয়"। (বাংলাদেশ সরকার, ২০১৫, পৃ.১৮৩)। ৫৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সীদের বলা হয় প্রবীণ। (রহমান, ২০০১, পৃ.১৪)। "তবে দারিদ্র, ক্রয় ক্ষমতার অভাব, অপুষ্টি, ক্ষুধা, অসুস্থতা, সেবা পরিচর্যা ও নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদির কারণে 'গ্রাম' প্রধান বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনে পঞ্চাশের দিকেই বার্ধক্য নেমে আসে"। (নাথ; দাশ ও করিম, ২০০৫, পৃ.১৬২)। Old age refers to ages

nearing or surpassing the life expectancy of human beings, and is thus the end of the human life cycle.(http://en.wikipedia.org/wiki/Old_age 07.11.2018 eUU)

আল-কুরআনে মানব সৃষ্টির রহস্য ও বার্ধক্য সম্পর্কে উল্লেখ করে বর্ণনা করা হয়েছে, "হে লোকসকল! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও, তবে (ভেবে দেখ) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি, এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি, তারপর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়, যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে"।(আল-কুরআন, ২২:৫, ৩৯:৬৭)। আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে প্রবীণদের নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো: দুর্বলতা, অস্থি দুর্বল বা নরম হয়ে যাওয়া, চুল সাদা হয়ে যাওয়া, সন্তান জন্ম দানে অক্ষম হওয়া, কর্ম করতে অক্ষম হয়ে যাওয়া, জানা বিষয় ভুলে যাওয়া, শিশুদের ন্যায় অসহায় হয়ে যাওয়া, দৈহিক কাঠামো সংকুচিত হয়ে যাওয়া, মহিলাদের ঋতু বা মাসিক বান্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। (আল-কুরআন,৩০: ৫৪, ১৯: ৪, ১৪: ৭০, ৩৬: ৬৮, ৬৫: ৪)। মহানবী (সা.) বলেন, "আল্লাহ তাআলা একটি রোগ ছাড়া প্রতিটি রোগের প্রতিষেধক দিয়েছেন। সাহাবিগণ বললেন, সেটা কী? তিনি বললেন, তা হলো বার্ধক্য"। (আবূ দাউদ, তা.বি. খ.৪, পৃ.১)। "আল-কুরআনে বিজ্ঞান" গ্রন্থে বার্ধক্যের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, "মানুষের ক্ষেত্রে বার্ধক্যের স্বাভাবিক বয়স ৭০ বা তার ঊর্ধ্বে। বয়সের দরুন পলিত কেশের অর্থ হচ্ছে শ্বেত শুভ্র মাথা বা বৃদ্ধ বয়সের পাকা চুল। চুলের রং-এর পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে মেলানিন নামে এক প্রকার রঞ্জক পদার্থ নানা পরিমাণে চুলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। চুলে মেলানিন না থাকলে এবং মেলানিন গঠনকারী পদার্থের কোষসমূহে অসংখ্য শূন্যস্থান থাকার ফলে চুল সাদা হয়ে যায়"। (সম্পাদনা পরিষদ,২০০৪, পৃ.৪২১)।

ইসলামে প্রবীণদের নিরাপত্তা

ইসলাম পরিপূর্ণভাবে একটি মানবিক ও কল্যাণভিত্তিক জীবনব্যবস্থা। এর মূল লক্ষ্য হলো মানুষের প্রতি মানুষের অবজ্ঞা, অবহেলা ও নিরাপত্তাহীনতা দূর করে দয়া, মায়া, প্রেম-প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা স্থাপনের মধ্য দিয়ে একটি নিরাপদ সুখী ও শান্তিকামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এ জীবনব্যবস্থায় শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকল মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। "বৃদ্ধাবস্থায় নারী বা পুরুষ উভয়েই সুবিধার দিক থেকে পরিবার ও সমাজে বঞ্চিত হয় এবং সকলেই তাদেরকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখে। তাদের সক্ষমতা না থাকার কারণে অনেক সময় তারা বঞ্চনার শিকার হন"।(ইসলাম, ২০০৪, পৃ.২৫৭)। ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় প্রবীণদের সকল অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা দূর করে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। ইসলামে প্রবীণদের নিরাপত্তা সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

পারিবারিক নিরাপত্তা

পরিবার সমাজেরেই ভিত্তি, সামগ্রিক জীবনের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর পরিবারই রাষ্ট্রের বিকশিত রূপ। স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, মাতা-পিতা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি প্রভৃতি একান্নভুক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে পরিবার। সামাজিক জীবনের সুষ্ঠুতা নির্ভর করে পারিবারিক জীবনের সুষ্ঠুতার উপর। আবার সুষ্ঠু পারিবারিক জীবন একটি সুষ্ঠু রাষ্ট্রের প্রতীক। প্রবীণদের নিরাপত্তা বিধানে পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। এ বিধানে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। ইসলামি পারিবারিক আইনানুযায়ী সন্তানদেরই দায়িত্ব হচ্ছে তাদের বৃদ্ধ পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণের মাধ্যমে পারিবারিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "আর উপাসনা কর আল্লাহর, শরিক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতামাতার সাথে

সৎ ও সদয় ব্যবহার কর"।(আল-কুরআন, ৪:৩৬)। আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন,"তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা। তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল: হে পালনকর্তা, তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালনপালন করেছেন"।(আল-কুরআন, ১৭:২৩)। "মৃদু ও কোমল ভাষায় উচ্চারিত এই নিদর্শনসমূহ এবং তাৎপর্যময় দৃশ্যসমূহ দ্বারা কুরআন সন্তানদের হৃদয়ে দয়া ও সহানুভূতির আবেগ সৃষ্টি করেছে। এ নির্দেশ শুধু সন্তানদের নয় গোটা নতুন প্রজন্মের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এভাবে নতুন প্রজন্মের হৃদয়ে পূর্ববর্তী প্রজন্মের প্রতি দয়া ও মমতা জাগ্রত হওয়া খুবই প্রয়োজন"।(শহীদ, ১৯৯৮, পৃ.১৯৩)।

বৃদ্ধ পিতামাতার পারিবারিক অধিকার ও নিরাপত্তা বিধানকল্পে ইসলাম সন্তানদের জিহাদে না গিয়ে তাদের সেবা করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, মুয়াবিয়া ইবনে জাহিমা আস-সুলামী (রা.) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালীন নাজাত লাভের উদ্দেশ্যে আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই। তিনি বললেন, আফসোস তোমার জন্য! তোমার মা কি বেঁচে আছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, বেঁচে আছেন। তিনি বললেন যাও, তার খিদমতে আত্মনিয়োগ কর। এরপর আমি অন্য দিক দিয়ে এসে আরজ করলাম. হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালীন নাজাত লাভের উদ্দেশ্যে আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই। তিনি বললেন, আফসোস তোমার জন্য! তোমার মা কি বেঁচে নেই? আমি বললাম, হ্যাঁ, বেঁচে আছেন। তিনি বললেন যাও, তার সেবা কর। অতঃপর আমি তার সামনের দিক দিয়ে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালীন নাজাত লাভের উদ্দেশ্যে আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই। তিনি বললেন: আফসোস তোমার জন্য! তোমার মা কি বেঁচে নেই? আমি বললাম, হ্যাঁ, বেঁচে আছেন। তিনি আমাকে বললেন, আফসোস তোমার জন্য! তুমি তোমার মায়ের চরণ আঁকড়ে ধর। সেখানেই রয়েছে জান্নাত"। (ইবনু মাজাহ, তা.বি., পৃ.২২৯)। বৃদ্ধ পিতামাতা অমুসলিম হলেও সন্তানদের দায়িত্ব তাদের সাথে উত্তম আচরণ ও খেদমতের মাধ্যমে পারিবারিক নিরাপত্তা প্রদান করা। এ প্রসঙ্গে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, "হজরত আসমা বিনতে আবী বকর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট নবি (সা.)-এর যুগে আমার কাফির মা আসল। আমি নবি (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইবনে উয়াইনা বলেন, তখন আল্লাহ এ ব্যাপারে আয়াত নাজিল করেন,"আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না ভাল আচরণ করতে ঐ সকল লোকদের সাথে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত নয়।"(বুখারী, ১৯৮৯, খ.৫,পৃ. ২২৩২)।

ইসলামি বিধানে প্রবীণ পিতামাতার খাদ্যের ব্যবস্থা করা সন্তানদের দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। "তাদের যখন পানাহারের প্রয়োজন হয় তখন তাদেরকে পনাহার করানো। তাদের পোশাকের প্রয়োজন হলে পোশাক-পরিচ্ছেদ দেয়া। তাদের যখন যে সেবাযত্নের প্রয়োজন হয় তখন সেই সেবা প্রদান করা। তারা ডাকলে সানন্দে তাদের ডাকে সাড়া দেয়া, তারা কোন কাজের আদেশ করলে তা পালন করা, তাদের সাথে নম্রভাবে বিনয়ীর সুরে কথা বলা"। (আব্দুল্লাহ, তা. বি, পৃ.৭৭৯)। শিশু বয়সে সন্তানের অব্যক্ত ভাষা বোঝার জন্য পিতামাতা সদা তৎপর থাকে, তেমনিভাবে ইসলামি জীবন-বিধানে বৃদ্ধ বয়সে সেই পিতা-মাতার অব্যক্ত ভাষা সন্তানদের অনুধাবন করে তাদের সন্তুষ্টি অর্জন নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কেননা আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতামাতার সন্তুষ্টির উপরই নির্ভর করে থাকে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। নবি (সা.) বলেছেন, মাতাপিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি (লাভ হয়), তাঁদের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে। (তিরমিযী, তা.বি. খ. ৪, পৃ. ৩১০)।

প্রবীণদের শারীরিক অক্ষমতার কারণে পরিশ্রম করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। যার কারণে ইসলামি আইনে সন্তানদের পিতার দায়িত্বভার গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছে। আল-কুরআনে হজরত শুয়াইব (আ.) এর বৃদ্ধ অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে এভাবে,"যখন তিনি (মূসা আ.) মাদয়ানের কূপের ধারে পৌঁছালেন, তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন তারা জন্তুদের পানি পান করানোর কাজে রত এবং তাদের পশ্চাতে দু'জন স্ত্রীলোককে দেখলেন তারা তাদের জন্তুদের আলগিয়ে রাখছে। তিনি বললেন, তোমাদের কী ব্যাপার? তারা বলল, আমরা আমাদের জন্তুদের পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের জন্তুদেরকে নিয়ে সরে না যায়। কেননা আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ"। (আল-কুরআন, ২৮:২৩)। বৃদ্ধ পিতা-মাতা শারীরিক অক্ষমতার কারণে সাংসারিক কর্মে অক্ষম হয়ে পড়েন, তাই তাদের জন্য সাহায্যকারী রাখা আবশ্যক। যেমনিভাবে হজরত শুয়াইব (আ.) তার শারীরিক অক্ষমতার জন্যে হজরত মূসা (আ.) কে সাহায্যকারী হিসেবে আশ্রয় দেন। (আল-কুরআন, ২৮:২৬)। সন্তানদেরই দায়িত্ব বৃদ্ধ পিতামাতার নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে পারিবারিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা। "ইসলাম জীবন ব্যবস্থায় প্রবীণদের রয়েছে শ্রদ্ধা, ভালবাসা, যত্ন ও সেবা পাওয়ার অধিকার। নিজ পরিবারে বসবাস ও পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটানো তাদের মৌলিক অধিকার। নিজ গৃহ থেকে তাদেরকে যেন কোনোভাবেই বিতাড়িত করা না হয়"। (ইসলাম, ২০১৫, পৃ.৬২)।

বৃদ্ধ পিতামাতার নিরাপত্তার বিধান করা সন্তানদের জন্য এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের এ অধিকার বাস্তবায়ন না করার কারণে সে হতভাগা হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তার নাক ধূলিমলিন হোক, আবারো তার নাক ধূলিমলিন হোক, আবারো তার নাক ধূলিমলিন হোক। জিজ্ঞেস করা হল, কোন ব্যক্তির, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতামাতা উভয়কে অথবা একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেল অথচ সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না।" (মুসলিম, তা. বি., খ. ৬, পৃ. ৭)। পিতামাতার অবর্তমানে দাদা-দাদি, নানা-নানির দেখা-শুনার দায়িত্বও নাতি-নাতিনদের উপর বর্তায়। ইসলাম সন্তানদের তাদের পিতামাতার জন্য দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানের জন্য কল্যাণকামী হওয়ার শিক্ষা প্রদান করে থাকে। আল-কুরআনে নির্দেশ হচ্ছে, "হে পালনকর্তা, তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালনপালন করেছেন"। (আল-কুরআন, ১৭:২৩)। আল-কুরআনের অন্যস্থানে বিধর্মী পিতার জন্য সন্তানের ফরিয়াদ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, 'ইবরাহীম (আ.) তার পিতার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন, "আমার পিতাকে তুমি মাফ করে দাও, কেননা সে গোমরাহদের একজন"।(আল-কুরআন, ২৬: ৮৬)।

সামাজিক নিরাপত্তা

সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ধারায় দেখা যাচ্ছে প্রবীণরা সমাজের সকল কর্মকাণ্ড হতে বাদ পড়ছেন। বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে প্রবীণদের বার্ধক্যজনিত সমস্যা আর অন্যদিকে চরম আর্থিক দীনতার মধ্যে থাকার কারণে তারা পরিবার হতে শুরু করে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের প্রাপ্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ফলে প্রবীণ এই জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখোমুখি হচ্ছে যা আগামীতে একটি জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করবে। (তিরমিযী, তা.বি, খ. ৪, পৃ. ৩২৬)। ইসলামি বিধান প্রবীণদের সামাজিকভাবে শ্রদ্ধা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। এ প্রসঙ্গে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে,"হজরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, বৃদ্ধ মুসলমানকে সম্মান কর, কুরআনের বাহক যদি তাতে অতিরঞ্জিত কিছু না করে তাকে সম্মান কর এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করারই অন্তর্ভুক্ত"।(আবূ দাউদ, তা. বি., খ. ৪, পৃ. ৪১১)। এ প্রসঙ্গে হাদিসে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, "হজরত আবু মাসউদ উকবা ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন ভাল পড়ে সে লোকদের ইমামতি করবে। যদি কুরআন পড়া সবাই সমান হয় তবে যে সুন্নাহ অধিক জানে। যদি সুন্নায়ও সমান হয় তবে যে প্রথমে হিজরত করেছে। যদি হিজরতেও সমান হয় তবে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক ব্যক্তি। কোনো লোক যেন অপর কোনো লোকের অধিকার ও ক্ষমতাস্থলে ইমামতি না করে এবং তাঁর অনুমতি ছাড়া যেন সে তাঁর সম্মানের স্থলে না বসে"।(নববী,২০০১, খ.১, পৃ.২০৪)।

ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় নবীন-প্রবীণ প্রত্যেককেই দয়িত্বশীল হিসেবে উল্লেখ করেছে। এবং তাদের এ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সামগ্রিক নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, "হজরত আ'মর ইবন শু'আইব (রা.) পর্যায় ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে আমাদের ছোটদের স্নেহ ও অনুগ্রহ করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত নয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়"। (আবূ দাউদ, তা. বি., খ. ৪, পৃ. ৪৪১)। ইসলামি সমাজে নবীন-প্রবীণ পরস্পর সহযোগিতা ও নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়ে থাকে, যা ইমারত স্বরূপ। (বুখারী, ১৯৮৯, খ. ৫, পৃ. ২২২৮)। নবীনদেরকে প্রবীণদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যদি কোন যুবক কোন বৃদ্ধকে তার বার্ধক্যের কারণে সম্মান প্রদর্শন করে, তবে আল্লাহ তার বৃদ্ধাবস্থায় এমন লোক নির্দিষ্ট করে দেবেন, যে তাকে সম্মান করবে"। (তিরমিযী, তা. বি, খ. ৪, পৃ. ৩২৭)। "পিতামাতা মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক, অভাবী হন এবং জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন মতো জীবিকা উপার্জন করতে অক্ষম হন, কিন্তু তাঁদের ভরণপোষণের সামর্থ্য তাদের সন্তান-সন্ততির থাকে, তখন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানসহ তাদের সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্বভার তাঁদের সন্তান-সন্ততির ওপর বর্তায়"। (কাসানী, ১৯৮২, খ.৪, পৃ.৩০)। Universal Islamic Declaration of Human Rights এর *XVIII Right to Social Security* উল্লেখ করা হয়েছে, Every person has the right to food, shelter, clothing, education and medical care consistent with the resources of the community. This obligation of the community extends in particular to all individuals who cannot take care of themselves due to some temporary or permanent disability. (http://www.alhewar.com/ISLAMDECL.html Date: 26.09.2022).

বার্ধক্য অবস্থায় অধিকাংশ প্রবীণগণ শারীরিক বিভিন্ন সমস্যায় ভুগে থাকেন। আর এ সময়ের এ স্বাস্থ্যগত সমস্যা জীবন প্রক্রিয়ারই একটি অংশ। এ সময় প্রবীণরা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে যায়, ফলে তাদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়ে যায়। তারা চলা-ফেরা করতে না পারলে গৃহেই অবস্থান করবেন। ইসলামি আইনে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের নাগরিকদের অসুস্থতার সময় তাদের সেবা শুশ্রূষা করা বিশেষ দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। (তিরমিযী, তা. বি, খ. ১০, পৃ. ২৯৯)। প্রবীণদের শারীরিক এ নাজুক পরিস্থিতিতে আরোগ্য লাভের জন্য ইসলামি বিধানে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত জাবির(রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন–"প্রতিটি ব্যাধির প্রতিকার রয়েছে। অতএব রোগে যথাযথ ঔষধ প্রয়োগ করা হলে আল্লাহর ইচ্ছায় আরোগ্য লাভ হয়"।(মুসলিম, তা. বি, খ. ১৪, পৃ. ৪৩৭)।

নিঃসঙ্গতা প্রবীণদের অন্যতম সমস্যা। যা তাদেরকে মানসিকভাবে আরো দুর্বল করে দেয়। অনেক প্রবীণদেরই স্বামী বা স্ত্রী না থাকার কারণে তারা আরো নিঃসঙ্গ ও একাকিত্ব জীবন-যাপন করে থাকেন। তাদের এ অসহায় ও নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য ইসলাম বিবাহের নির্দেশ দিয়েছে। বিবাহ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "(আল্লাহ তাআলা বলেন) আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।

নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে"। (আল-কুরআন, ৩০: ২১)। "ইসলামে 'বিবাহ' কেবল জৈবিক চাহিদা পূরণের পন্থাই নয়, বরং পারস্পরিক ভালোবাসা, সমঝোতা, সমবেদনা ও নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এ জন্য বিয়েও ভরণ-পোষণ অর্থাৎ খানাপিনা এবং পোশাকের সমতুল্য। (আল মুকাদ্দেসি, ১৯৭৯, খ.২, পৃ.১০০২-৩২)

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

আর্থিক অসচ্ছলতা প্রবীণদের নিরাপত্তাহীনতার অন্যতম কারণ। শারীরিক অক্ষমতার কারণে আয়-রোজগার করা দুরূহ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, আবার অনেক প্রবীণই তাদের সর্বস্ব সন্তানদের পেছনে ব্যয় করে আর্থিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে থাকেন। তাদের এ অবস্থা মোকাবিলা করে ইসলামি অর্থনৈতিক বিধানে তাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে আর্থিক নিরাপত্তা দিয়েছে। (আবূ দাউদ, তা.বি, খ.২, পৃ. ৫৫)। সন্তানদের তাদের পিতামাতার জন্য ব্যয় করাকে সর্বোচ্চ অধিকার দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে নবি লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, আমরা কি ব্যয় করবো? আপনি তাদেরকে বলে দিন, যে মালই তোমরা ব্যয় করো না কেন? তার প্রথম হকদার হলো তোমার মাতা-পিতা"।(আল-কুরআন,২:২১৫)। প্রবীণদের আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা দূর করে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, "জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার সম্পদও আছে, সন্তানও আছে। আর আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী, তিনি বলেন, তুমি ও তোমার সম্পদ সবই তোমার পিতার"। (ইবনু মাজাহ, তা.বি. খ. ২, পৃ.৭৬৯) প্রবীণদের উপার্জনের পথ নির্দেশ করে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, "নিশ্চয়ই তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের সর্বোত্তম উপার্জন"। (ইবনু মাজাহ, তা.বি, খ. ২, পৃ.৭৬৯)। "পিতামাতা নিজেদের জন্য যৎসামান্য জীবিকা অর্জন করতে সমর্থ হলেও সচ্ছল অবস্থাসম্পন্ন সন্তানরা দরিদ্র পিতামাতার ভরণপোষণ করতেও বাধ্য"।(ইবনু মাজাহ, তা.বি, খ. ২, পৃ.৭৬৯)। "প্রবীণদের আর্থিক নিরাপত্তা বিধানকারী ব্যক্তিকে "আল্লাহর রাস্তায়" রয়েছে বলে উল্লেখ করে বিশেষ পুরস্কারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে"। (বায়হাকী, ১৯৯৪, খ.৬, পৃ.৪১২)

ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে পিতামাতার সম্পত্তিতে যেমনিভাবে সন্তানের অংশ রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে সন্তানের সম্পত্তিতেও পিতামাতার অংশ রয়েছে। "ইসলামি উত্তরাধিকার আইনেও প্রবীণদের আর্থিক নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে। এ আইনে পিতা তার সন্তান সম্পত্তিতে অধিকার রাখে এবং পিতামাতার ন্যায় দাদা-দাদি ও নানা-নানির ভরণপোষণের দায়িত্ব নাতি-নাতনিদের উপর"।(আযম, ২০০৯,পৃ.৩১৩) এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে উল্লেখ রয়েছে যে, "মৃতের পিতামাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে, আর যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিশ হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ অসিয়তের পর"। (আল-কুরআন, ৪: ১১)। এমনকি ধর্ম পালনে পার্থক্য হলেও নাতি-নাতনিদের এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। নাতির মৃত্যুর পর তার সম্পত্তিতে দাদা-দাদি, নানা-নানির অংশ থাকে, যদিনা পিতা বা মাতা জীবিত না থাকে"। (সম্পাদনা পরিষদ,২০১২, খ, ১ পৃ.৯৮)। "পিতামাতার অবর্তমানে যদি দাদা-দাদি ও নানা-নানি থাকে এবং তারা যদি অভাবী হয়, তা হলে তাদের ভরণ-পোষণ ও আবাসনের দায়িত্বও নাতী-নাতনীর ওপর বর্তাবে"।(পিতা-মাতার ভরণ পোষণ আইন ২০১৩, ২০১৩)। এভাবে ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় প্রবীণদের আর্থিক নিরাপত্তা জন্য বিভিন্ন বিধি-বিধান বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা

ইসলামি জীবন-বিধানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও প্রবীণদের নিরাপত্তা বিধান করেছে। আজকের এ অক্ষম মানুষগুলোই একসময় তাদের মেধা ও পরিশ্রম দ্বারা এ সমাজ বিনির্মাণ করেছেন। মদীনা রাষ্ট্রে রাসূল (সা.) প্রবীণদের জন্য

বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। রাসূল (সা.) রাষ্ট্রীয়ভাবে দুর্বল শ্রেণীর সার্বিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন এবং তাদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য সাধারণ জনগণকে উৎসাহিত করতেন। এ প্রসঙ্গে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, জুবাইর ইবনু নুফাইর আল-হাদরামী(র.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি আবূ দারদা (রা.) কে বলতে শুনেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, তোমরা দুর্বল লোকদের খোঁজ করে আমার কাছে নিয়ে এসো। কেননা তোমাদের মধ্যকার দুর্বল লোকদের ওয়াসিলায় তোমরা রিযিক এবং সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে থাকো"।(আবূ দাউদ, তা.বি., খ.২, পৃ. ৩৩৭)। বয়সের ভার ও শারীরিক অক্ষমতার কারণে প্রবীণদের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে আয় রোজগার করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্র প্রত্যেকেরই যথাসম্ভব সাহায্য সহযোগিতা করবে, আর এর দ্বারা তারাও পরবর্তীতে সাহায্য পাওয়ার নিশ্চয়তা পাবে। (আল-কুরআন, ৫৫: ৬০)। এ প্রসঙ্গে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, "হজরত আবদুর রহমান ইবন আবু লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমিরুল মুমিনিন হজরত আলীকে (রা.) বলতে শুনেছি, আমি; ফাতিমা, আব্বাস ও যায়দ ইবন হারিসা (রা.) একবার নবি (সা.) এর নিকট হাজির হলাম। তখন আব্বাস (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বয়স অনেক হয়েছে এবং আমার শক্তি খর্ব হয়ে গেছে। সুতরাং আপনি সংগত মনে করলে আমার জন্য বায়তুলমাল থেকে এক ওয়াসাক খাদ্য শস্য দেওয়ার নির্দেশ দিন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং বললেন আমি অবশ্যই তা করব"। (ইসফাহানি, ১৯৯৪, পৃ.৫৫)। ইমাম ইউসুফ (র.) এর কিতাবুল খারাজে খলীফা উমরের একটি ফরমান সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। এ ফরমানে তিনি লিখেছেন, "আমি তাদের এ অধিকার দিয়েছি যে, যখন কোনো ব্যক্তি বয়সের জন্য কাজের অনুপযুক্ত হয় অথবা দুর্বিপাকে পড়ে দরিদ্র হয়ে পড়ে এবং এমন অবস্থায় পতিত হয় যে, তার আপনজনদের নিকটও করুণার পাত্র হয় তখন তার জিজিয়া রহিত হবে এবং তার পরিবার বায়তুল মাল থেকে জীবিকার সংস্থান পাবে"।(আলম, ১৯৮১, পৃ,২৩)।

রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব নাগরিকদের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। প্রবীণদের শারীরিক দুর্বলতার কারণে রাসূল (সা.) তাদের শারীরিক দণ্ডের পরিবর্তে আর্থিক দণ্ডের মাধ্যমে তাদের শাস্তি কার্যকরের নির্দেশনা প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, "সাঈদ বিন সাদ উবাদাহ (রা.) বলেন, আমাদের বাড়িতে একটি বিকলাঙ্গ ও দুর্বল লোক বাস করতো। লোকেরা তার ব্যাপারে কোন আশঙ্কা করতো না। কিন্তু একদা বাড়ির এক ক্রীতদাসীর সাথে সে যেনায় লিপ্ত হলে লোকেরা তাজ্জব বনে যায়। সাদ বিন উবাদা (রা.) তার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট পেশ করলেন। তিনি বললেন, তাকে একশত বেত্রাঘাত কর। লোকজন বললো, হে আল্লাহর নবি! সে এ শাস্তি সহ্য করতে দুর্বল। তাকে যদি আমরা একশত বেত্রাঘাত করি তবে সে মারা যেতে পারে। তিনি বলেন, তাহলে তোমরা একশত শাখাবিশিষ্ট একটি গাছের ডাল লও এবং তা দ্বারা তাকে একবার প্রহার কর"। (ইবনু মাজাহ, তা.বি, খ. ২, পৃ.৮৫৯)। এ প্রসঙ্গে হাদিসে আরো বর্ণিত হয়েছে যে,"আবূ সালামা ও মুহাম্মদ ইবনু আবদুর রাহমান (রা.) হতে বর্ণিত আছে, বায়যা গোত্রের সালমান ইবনু সাখর আনসারী তার স্ত্রীকে রামাযান মাসের জন্য তার মায়ের পিঠের সাথে তুলনা করল(যিহার করল)। এই মাসের অর্ধেক গত হওয়ার পর এক রাতে সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করল। তারপর সে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিকট এসে বিষয়টি তাঁকে জানালো। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন, একটি গোলাম আজাদ কর। সে বলল, আমার সামর্থ্য নেই এটা করার। তিনি বললেন, একাধারে দুই মাস রোজা রাখ। সে বলল, আমার সামর্থ্য নেই এটা করার। তিনি বললেন, ষাটজন মিসকিন খাওয়ায়। সে বলল, আমার সামর্থ্য নেই এটা করার। তখন ফারওয়া ইবনু আমর (রা.)- কে রাসূল (সা.) বললেন, তাকে এই খেজুরের ঝুরিটা দাও যাতে ষাটজন মিসকিনকে সে খাওয়াতে পারে। আর এমন বড় ঝুরি, যাহাতে ১৫ অথবা ১৬সা খেজুর ধরে"।(তিরমিযী, তা.বি. খ.৩, পৃ. ৫০৩)।

প্রবীণদের শারীরিক অক্ষমতার কারণে ইবাদতের ক্ষেত্রে রোখসত প্রদান করা হয়েছে। ইসলামি বিধানে জামাতে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে মুসুল্লিদের শারীরিক সক্ষমতা ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করতে নির্দেশনা দিয়েছে।

বিশেষত প্রবীণদের শারীরিক অক্ষমতা ও দুর্বলতার কারণে সালাত দীর্ঘ করতে নিষেধ করেছে। এ প্রসঙ্গে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, "আবূ মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সাহাবী এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক ব্যক্তির জন্য আমি ফজরের সালাতে অনুপস্থিত থাকি। কেননা, তিনি আমাদের সালাত খুব দীর্ঘায়িত করেন। এ শুনে আল্লাহর রাসূল (সা.) রাগান্বিত হলেন। আবূ মাসউদ (রা.) বলেন, নসিহত করতে গিয়ে সে দিন তিনি যেমন রাগান্বিত হয়েছিলেন, সে দিনের মত রাগান্বিত হতে তাঁকে আর দেখিনি। অতঃপর তিনি বললেন, হে লোকেরা! তোমাদের মধ্যে বিতৃষ্ণা সৃষ্টিকারী রয়েছে। তোমাদের মধ্যে যে কেউ লোকদের ইমামতি করে, সে যেন সংক্ষেপ করে। কেননা, তার পিছনে দুর্বল, বৃদ্ধ ও হাজাতওয়ালা লোকেরা রয়েছে। (বুখারী, ত.বি. খ.১, পৃ. ২৪৯)। প্রবীণদের শারীরিক সক্ষমতা বিবেচনা করে ইসলাম বিভিন্ন বিধান সহজ করেছেন। (আল-কুরআন, ২:১৮৫)। ইসলামি শরিআহ শারীরিকভাবে অক্ষমতার কারণে কেউ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে না পারলে বসে সালাত আদায়ের রোখসত দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, "উম্মুল মু'মিনিন আয়েশাহ (রা.) বলেছেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল (সা.) কে অধিক বয়সে পূর্বে কখনো রাতের সালাত বসে আদায় করতে দেখেননি। (বার্ধক্যের) পরে তিনি বসে কিরাআত পাঠ করতেন। যখন রুকু করার ইচ্ছা করতেন, তখন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং প্রায় ত্রিশ কিংবা চল্লিশ আয়াত তিলাওয়াত করে রুক করতেন।" (বুখারী, তা.বি. খ. ১, পৃ. ৩৬৭)।

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম রমজান মাসের রোজা পালন করা।(আল-কুরআন, ২:১৮০) কিন্তু যারা অতিবৃদ্ধ ও বার্ধক্য জনিত রোগে আক্রান্ত এবং আর সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তারা রমজানের রোজা না রেখে ফিদিয়া দিতে পারে। (আল-কুরআন,২:১৮১)। আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,"(আর এ রোজা) নির্ধারিত কয়েকদিনের জন্য। আর তোমাদের মধ্যে যে, অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোজা পূরণ করে নিতে হবে। আর এ (রোজা পালন করা) যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাদ্যদান করবে"। (আল-কুরআন, ২:১৮৫)। "রমজান মাসে যে সব ওযরের কারণে রোজা না রাখার অনুমতি রয়েছে বার্দ্ধক্য জনিত কারণ অন্যতম। অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তি যে রোজা রাখতে একেবারেই অক্ষম সে রমজানের প্রতিটি রোজার পরিবর্তে ফিদয়া স্বরূপ একজন মিসকিনকে দু'বেলা পেট ভরে আহার করাবে। কোন ব্যক্তি যদি ফিদয়া আদায়ের পর সুস্থ হয় এবং রোজা রাখতে সক্ষম হয় তাহলে আদায়কৃত ফিদয়া বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তাকে রোজা রাখতে হবে। অবশ্য প্রদত্ত ফিদয়া সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে"।(উলামায়ে হিন্দ, ১৯৯১, খ.১, পৃ.২১৪)।

ইসলামের দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত হচ্ছে হজ্জ। প্রবীণগণ যদি বার্ধক্যের কারণে হজ্জ সম্পাদন করতে না পারে, তবে তার পক্ষ থেকে অন্য কেউ হজ্জ সম্পাদন করতে পারবে। এ প্রসঙ্গে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে,"আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাযল ইবনু আব্বাস (রা.) সওয়ারীতে রাসূল (সা.) এর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় খাস'আম গোত্রের এক মহিলা তার নিকট মাসআলাহ জিজ্ঞেস করতে আসল। ফাযলও তার দিকে তাকাচ্ছিল এবং মহিলাটাও ফাযলের দিকে তাকাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ(সা.) ফাযল-এর মুখমণ্ডল অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। মহিলাটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর যে হাজ্জ ফরজ করেছেন তা আমার বৃদ্ধ পিতার উপরও ফরজ হয়েছে, কিন্তু তিনি বাহনের উপর অবস্থান করতে অক্ষম। আমি কি তার পক্ষ থেকে হাজ্জ করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এটা বিদায় হজ্জের সময়কার ঘটনা"। (মুসলিম, তা.বি. খ. ৪, পৃ. ১০১)।

ইসলামি রাষ্ট্রে অশ্লীলতা প্রতিরোধের অন্যতম ব্যবস্থা হলো পর্দার বিধান। কিন্তু প্রবীণ নারীদের জন্য এ বিধান পালন করা কষ্ট-সাধ্য হওয়ায় আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য পর্দা শিথিল করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা

হয়েছে,"বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখে। তাদের জন্য দোষ নেই, তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম"। (আল-কুরআন, ২৪:৬০)

উপসংহার: উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, বিশ্বব্যাপী বিপুল সংখ্যক প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমানের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ সত্ত্বেও দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, যথাযথ প্রক্রিয়া, সর্বোপরি ধর্মীয় অনুশাসনের অভাবে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আজ প্রবীণরা অরক্ষিত ও অসহায় অবস্থায় দিনাতিপাত করছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ও তাদের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে ইসলামি অনুশাসন ও দিক-নির্দেশনা বিভিন্ন পর্যায়ে যথাযথ ভূমিকা রাখবে। ইসলাম পরিপূর্ণভাবে মানবিক ও কল্যাণভিত্তিক জীবনব্যবস্থার ধারক-বাহক। মানুষের প্রতি মানুষের দয়া-মায়া, প্রেম-প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা স্থাপনের মধ্য দিয়ে একটি সুখী সমৃদ্ধ ও শান্তিকামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামের নির্দেশনা। সেই অভিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ইসলাম প্রদত্ত বিধি-বিধান প্রবীণদের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

গ্রন্থপঞ্জি

- আল-কুরআন।
- হক, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল। (২০১৪)। ব্যবহারিক বাংলা অভিধান। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।
- Ali, Mohammad, 2014. Bengali-English Dictionary, Dhaka : Bangla Academy.
- রহমান, ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর। ২০০১। আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান। ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী।
- আল-আযহারী, মুহাম্মদ আলাউদ্দিন। ১৯৯৩। বাংলা একাডেমী আরবী-বাংলা অভিধান। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।
- সম্পাদনা পরিষদ। ২০১৫। আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
- সম্পাদনা পরিষদ। ২০০৪। আল-কুরআনে বিজ্ঞান। ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
- সম্পাদনা পরিষদ। ২০১২। ইসলামের পারিবারিক আইন। ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার।
- বাংলাদেশ সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী। ২০১৩। জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা-২০১৩। ঢাকা: সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
- রহমান, এ.এস.এম. আতীকুর। ১৯৯৯। প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা। ঢাকা: প্রবীণ হিতৈষী সংঘ।
- নাথ; দাশ; করিম, ড. অনিমা রাণী; ড. উত্তম কুমার; রেজাউল। ২০০৫। মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায় বিচার ও সমাজ কর্ম, ঢাকা: র‍্যাডিয়েন্ট পাবলিকেশন্স।
- বুখারী, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল। ১৯৮৯। আস-সহীহ, বৈরূত: দার আল বাশাইর আল ইসলামিয়্যাহ।
- মুসলিম, আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী। তা.বি.। আস-সহীহ। বৈরূত: দারুল জীল ও দারুল আফাক আল-জাদীদাহ।
- আবূ দাউদ, সুলায়মান ইবনুল আশআস আস সিজিস্তানী। তা.বি.। সুনানে আবু দাউদ। বৈরূত: দারুল কিতাব আল-আরাবী।

- ইবনু মাজাহ, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ। তা. বি. । আস-সুনান। বৈরূত: দারুল ফিকার।
- তিরমিযী, আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা। তা. বি.। আল-জামি। মিশর: মাওকিউল ওয়াযারাতুল আওকাফ।
- বায়হাকী, আবূ বকর আহমাদ ইবনে হুসাইন। ১৯৯৪। শুআবুল ঈমান। বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ।
- নববী, মহিউদ্দীন আবূ যাকারীয়া ইয়াহয়া। অনু: মাওলানা সিরাজুল ইসলাম। ২০০১। রিয়াদুস সালেহীন। ঢাকা: মেরাজ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স।
- শহীদ, সাইয়েদ কুতুব। ১৯৯৮। তাফসীরে ফী যিলালিল কুরআন। লন্ডন: আল-কুরআন একাডেমী।
- কাসানী, আলাউদ্দীন। ১৯৮২। বাদায়ি'উছ ছানা'ই। বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরবী।
- আব্দুল্লাহ, সালিহ বিন। তা. বি.। নাদরাতুন না'ঈম। জিদ্দাহ: দারুল ওয়াসিলাতুলিন নাশরি ওয়াত তাওযিয়।
- মুকাদ্দেসি, আবু মুহাম্মদ মুআফ্ফাক উদ্দিন কুদামা। ১৯৭৯। আল আল-কাফি। দামেশ : আল-মাকতাব আল-ইসলামি।
- আযম, গওছুল। ২০০৯। মুসলিম আইন। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।
- ইসফাহানি, হাফিয আবূ শায়খ। ১৯৯৪। আখলাকুন্নবী (স.)। ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
- উলামায়ে হিন্দ। ১৯৯১। ফাতওয়ায়ে হিন্দ, দিল্লি: দারুল ফিকর।
- ইসলাম, ড. মোঃ নূরুল। ২০০৪। সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ। ঢাকা: তাসমিয়া পাবলিকেশন্স।
- আলম, শামসুল। ১৯৮১। ইসলামী রাষ্ট্র। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
- ইসলাম, মোঃ নজরুল। ২০১৫। জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস । ঢাকা: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।
- পিতা-মাতার ভরণ পোষণ আইন ২০১৩। ২০১৩। ঢাকা: সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
- Universal Islamic Declaration of Human Rights21. 1981. http://www.alhewar.com/ISLAMDECL.html
- http://en.wikipedia.org/wiki/Old_age 07.11.2018 eUU

Authors and Affiliations

Muhammad Atiqur Rahman, Uttara University, Bangladesh